বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিবাদ সভায়
মনিরুল হক জর্জকে অবাঞ্ছিত ঘোষনা
খালেদা জিয়ার মুক্তিতে বিজয় মিছিল প্রস্তুতিকালে হামলার জের

গত ১২ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার রাত আটটায় বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার উদ্দ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র নেতা মনজুর মোরশেদ সারোয়ার বাবু। সভার শুরুতে সভাপতি তার বক্তব্যে প্রতিবাদ সভার কার্যসূচী বর্ননা করতে গিয়ে বলেন যে গত ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ বৃহস্পতিবার দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আনন্দে বিজয় মিছিল প্রস্তুতির প্রাক্কালে মনিরুল হক জর্জ তার আওয়ামী দোসরদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বার্থে বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার

চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা দেলওয়ার হোসেন। মনিরুল হক জর্জ ও তার আত্মিয়স্বজনেরা নেতা দেলওয়ারের চোখ ফুটো করে দিতে চেয়েছিল। ঝাপসা চোখে দেলওয়ার তার প্রতিবাদী বক্তব্য রাখছেন।

আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন ও ছাত্রদল অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি মোসলেহউদ্দীন আরিফ এর উপর দলবল নিয়ে অতর্কিতে সন্ত্রাসী কায়দায় হামলা চালিয়ে তাদেরকে আহত করেন। যে কারনে বিজয় মিছিল বের করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন আজকের প্রতিবাদ সভায় অস্ট্রেলিয়ার বিএনপির ও তার অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন, আজ আমরা সর্ব সম্মতি সিদ্ধান্ত নেব।

তারেক রহমান ফ্রিডম এলায়েন্সের আহ্বায়ক সাইয়েদা খানম আঙ্গুর বলেন ঘটনাস্থল থেকে মনিরুল হক জর্জ এর বড় ভাই আব্দুল হককে ছুড়ি ও লাঠি-সোটা সহ পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার আহ্বায়ক দেলোয়ার তার অসুস্থ শরীর নিয়েও সভায় হাজির হয়ে বলেন আমি সেখানে গিয়েছিলাম ছাত্রদলের সভাপতি আরিফকে বাচাতে। আমার কাছে যখন খবর আসে যে আরিফকে বিজয় মিছিল প্রস্তুতিকালে হামলা করা হয়েছে তখন আমি স্থির থাকতে পারিনি ঘটনাস্থলে যেয়ে হাজির হয়েছি। আমি হাজির হবার সাথে সাথে আমার উপর হামলা করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাস্কর যে বিএনপি নামধারী নেতার নেতৃত্বেই হামলা হয়েছে, আমরা কেন্দ্রের নিকট এর বিচার দাবী করছি।

সভায় সকল নেতৃবৃন্দের সর্ব সম্মতি সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোষনাপত্র পাঠ করা হয়। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সাথে নিয়ে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক হামলায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য মনিরুল হক জর্জকে অস্ট্রেলিয়া বিএনপি এবং সকল অঙ্গ সংগঠন এর সকল কর্মকান্ড থেকে অবাঞ্ছিত ঘোষনা করা হলো এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি প্রদানের জন্য দাবী জানানো হলো।

প্রতিবাদ সভায় ঘোষনাপত্রে যারা সই করেছেন তারা হলেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি মনজুর মোরশেদ সারোয়ার বাবু, বিএনপি.কম প্রধান সম্পাদক রুহুল আহমেদ সওদাগর, ছাত্রদল অস্ট্রেলিয়া সভাপতি মোসলেহউদ্দিন আরিফ, সাধারন সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সুমন, অস্ট্রেলিয়া জিয়া পরিষদের সভাপতি কুদরতউল্লাহ লিটন, সাধারন সম্পাদক মোবারক হোসেন, যুবদল অস্ট্রেলিয়ার আহ্বায়ক হাফিজুল ইসলাম তারেক ও যুগ্ম আহ্বায়ক এস.এম.রানা, সাবেক জাসাস সভাপতি ইব্রাহিম খলিল মাসুদ, বিএনপি নেতা বায়েজিদ চৌধুরী, ছাত্রদল যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সালাউদ্দিন মানিক, দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, তারেক রহমান ফ্রিডম এলায়েন্সের আহ্বায়ক সাইয়েদা খানম আঙ্গুর ও যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রহিম, জাসাস অস্ট্রেলিয়ার সাধারন সম্পাদক আবুল বাশার মিলন এবং তোফায়েল আহমেদ।

উপরোক্ত সংবাদটি তৈরী করে পাঠিয়েছেন জাতিয়তাবাদী ছাত্রদল অষ্ট্রেলিয়ার সভাপতি মোসলেহ উদ্দিন আরীফ। উক্ত রিপোর্টটির বিষয়ে কর্ণফুলী কোন দায় দায়ীত্ব নেবেনা, আমরা যেভাবে পেয়েছি ঠিক সেভাবেই হুবাহু ছেপে দিলাম।

----- প্রধান সম্পাদক

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন বি.এন.পি অষ্ট্রেলিয়া শাখার নেত্রী আঙ্গুর বেগম।